# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## বিজ্ঞপ্তি

**জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগরের দেওয়ানী নিম্ন বিভাগ অতিরিক্ত আদালত**

**দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নম্বর ৫০৫/২০২৪**

**বাদী-** জেলা- নদীয়া থানা- কালীগঞ্জের অধীন বকুলতলাপাড়া এবং কদমতলাপাড়া গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের পক্ষে জহর প্রসাদ বিশ্বাস

**-বনাম-**

**বিবাদী-** তন্ময় চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত গ্রামের গ্রামবাসীদের পক্ষে জনৈক জহর প্রসাদ বিশ্বাস, পিতা মৃত জগৎবন্ধু বিশ্বাস, সাকিন মীরা রেলবাজার, পোষ্ট পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ জেলা- নদীয়া, উপরোক্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে জেলা-নদীয়া থানা- কালীগঞ্জের অধীন ৮ নং মীরা মৌজাস্থ সাবেক ১৭৫০/২৪৪২, হাল ২২৪১ দাগের ১৯ শতক সম্পত্তি লইয়া স্বত্বপ্রচার ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উপরোক্ত আদালতে আনয়ন করিয়াছেন। এ মামলায় যদি কোনো ব্যক্তি পক্ষভুক্ত হতে চায় তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সুরজিত প্রামানিক
সেরেস্তাদার

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন ১। নিতাই মাজী ২। সর্ব্বানী মাজী ৩। রূপা রাও, সর্ব পিতা-স্বপন মাজী, সর্ব সাং- ময়রাপাড়া, পোষ্ট ও থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৫। সাং ও পোষ্ট- অযোধ্যা, থানা- শ্যামপুর, জেলা হাওড়া নিবাসি কাকুলি ভোলানাথ সিংহ ওরফে কাকুলি সিংহ, স্বামী- ভোলানাথ সিংহ, পিতা- অশোক কুমার মন্ডল, গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোষ্ট- ফুলেশ্বর, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া নিবাসী লীনা চক্রবর্ত্তীকে গত ইং- ১৬/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর. উলুবেড়িয়া অফিসে ০০৩৩৭/২০২৪ নং রেজিস্টীকৃত দলিলমূলে আমমোক্তার করিয়া দেন, অতঃপর লীনা চক্রবর্ত্তী গত ইং- ১০/০৩/২০২৫ তারিখে উক্ত অফিসে ০১৫২৯/২০২৫ নং দলিল মূলে আমার মক্কেলগনকে ১.৯২ কাঠা বা ৩.১৬৮ শতক বাস্তু জমি বিক্রয় করিয়াছেন যাহার পরিচয় মৌজা- ফুলেশ্বর, জে.এল. নং-১০৮ এল. আর. খতিয়ান নং- ৩৯৭২ দাগ নং- ৩৫১১, আমার মক্কেলগন মিউটেশন কেস বলে রেকর্ড করিতেছেন। সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ০১ মাসের মধ্যে উলুবেড়িয়া বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও. ১ নং অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিশ্বজিৎ রায়
আইনজীবি
উলুবেড়িয়া কোর্ট
ফোন নং- ৯৪৭৭৫৮১২৮২,
১৬/০৪/২০২৫

## বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর টাউন, মৌজা-কৌশল্যা জে.এল নং-৩১১ আর.এস- ২৭২, ২৮৫ খতিয়ানে ৪৬৪/৯০০, ৪৬৪/৯০১ নং দাগে ২.১৩ ডেসিমল সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিনী প্রিয়বালা ধর স্বামী পরেশ রঞ্জন ধরের নিকট হইতে গৌরি রায় স্বামী অমুল্য রায় ইং- ০১/০৪/২০১৩ তারিখে বুক- IV, ১২ নং ভল্যুমে ৪৪৮ নং দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়। উক্ত আমমোক্তার ইং ১৯/০৯/২০১৩ তারিখে ৫৯২৯/১৩ নং দলিল উল্লিখিত অনুসুচি, 'বি' মূলে ক্রেতা আমার মক্কেল অমূল্য রায় পিতা- হেম কিশোর রায় কে উক্ত ২.১৩ ডেসিমল বিক্রয় করিয়াছে। উক্ত সম্পত্তি মিউটেশানের জন্য খড়গপুর BL & LRO-I অফিসে আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে প্রকাশনের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

**RAJAN GUPTA**
**Advocate**
**Mob- 7872139055**

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

মিনতী ঘোষ, স্বামী- অজিত কুমার ঘোষ, সাং- ৬৮ বাকসারা রোড, পো:+থানা+জেলা- হাওড়া, ভারতী নিয়োগী, স্বামী- মৃত নবকুমার নিয়োগী, আশীষ কুমার নিয়োগী, পিতা- মৃত নবকুমার নিয়োগী, মনু মন্ডল নিয়োগী, স্বামী- সুভাষ মন্ডল, সাং- রথতলা, পো:+থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া বিগত ইং ২১-৭-২০২৩ তাং কল্যাণী সাব রেজিস্ট্রারী অফিসে ৪ নং বহির ৯৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- নদীয়া, মৌজা- কানপুর, জে.এল নং- ৮৬ L.R. খতিয়ান নং- ২০, R.S. দাগ নং- ১২০, L.R. দাগ নং- ১৪৮ একআনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৬৮ শতক, R.S. দাগ নং- ১২১, L.R. দাগ নং- ১৪৯ একআনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ২৭ শতক। এত দ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে কল্যাণী B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

--অভিজিত দে, পিতা- সুশীল দে, সাং- ৫/৩৬৮ কাঁটাগঞ্জ, পো: বেদী ভবন, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া।

## আমমোক্তার নামা

১) শ্যামলী বেরা, স্বামী-জগন্নাথ বেরা, ঠিকানা- কনকপুর, পোস্ট-বালিপুর মহাশয়া ইংরেজি ১৬.১২.২০১৩ তারিখে তারকেশ্বর এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি ৪ নং বহির ১৪৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ১) মানিক লাল দা-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তার দলিল রেকর্ড অনুযায়ী ১৬৭৩ দাগে ভুক্ত রইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**তপশীল**

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-গৌরীবাটী, জে.এল. নং-৭, হাল দাগ ১৬৭৩ শুনা জমি ১ আনায় ২৭ শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রী চক্রবর্ত্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

## LOST & FOUND

Under mentioned Equity Shares of the Company(s) have been lost/misplaced and the holder(s)/ claimants have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s) Any person who has a claim/objection in respect of the said Shares should lodge the same with the Company within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the applicants without any further intimation. Company Name: Castrol India Limited, Folio No.: S0002430 Name of the Holder/claimant: Meera Goswami Certificate No.: 6922 Number of Shares : 7240 Distinctive Nos.9404943 to 9412182 Company Name: Castrol India Limited, Folio No.: R0001320, Name of the Holder/claimant : Renu Goswami (nee Puri) & Meera Goswami (nee Puri), Certificate No.21771 &18764, Number Shares: 6708 & 6708 Distinctive Nos. 9398235 to 9404942 & 501340831 to 501347538 respectively Company Name : ZF Commercial Vehicle Systems India limited (WABCO), Folio No.S00825 Name of the Holder/claimant : Renu Goswami & Meera Goswami Certificate No 4627 Number of Shares: 82 Distinctive Nos. 12462530 to 12462611

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তারনামা বাতিল**

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে এই যে আমার মক্কেলদ্বয় **স্বপ্না ভট্টাচার্য্য**, স্বামী-৺দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, **অভিষেক ভট্টাচার্য্য**, পিতা-৺দেবব্রত ভট্টাচার্য্য (সাং- মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী) উক্ত থানার অধিন চুঁচুড়া মৌজায় ১০৯৭ নং হাল দাগ, হাল খতিয়ান নং- ১৮০৬৯ ও ১৮০৭০, -এ তাহাদের সম্পত্তি সাপেক্ষে **অমিতাভ রায়**, পিতা-৺অনিল বরন রায়, সাং- ৪৭/১ বাচস্পতি পাড়া রোড, পোঃ- দক্ষিনেশ্বর, থানা- বেলঘড়িয়া, কোলকাতা- ৭৬- এর অনুকূলে যে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দলিলটি (৭৯৪৫/২০২২) হুগলী ডি.এস.আর.- ১ অফিসে সম্পাদন করেছিলেন তাহা IV- ১০/২০২৫ নং দলিল মূলে ২৮/০১/২০২৫ তারিখে বাতিল করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন লেনদেন কেহ যদি উক্ত **অমিতাভ রায়**-এর সহিত করে থাকেন তাহা বে-আইনী গন্য হইবে এবং তাহার কোন দায় দায়ীত্ব আমার মক্কেলদের উপর বর্তাইবে না।

বৈদ্যনাথ নাথ (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## বিজ্ঞপ্তি

**শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**
**রেজি নং-০৫/এন**
**তাং-৭/০৪/১৯৫৬ টি. ডি. ব্যানার্জী রোড শক্তিনগর নদিয়া**
**সংশোধনী নোটীশ**
**তাং-১৭/০৪/২০২৫**

এতদ্বারা শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ সকল ভোটারদের উদ্দ্যেশে জানানো যাচ্ছে যে গত ১০/০৩/২০২৫ তারিখের নোটিশ অনুযায়ী আগামী ২০/০৪/২০২৫ তারিখে এই সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন হইবার কথা ছিলো শক্তিনগর হাই স্কুলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ নং 215-CEC/IV-01/2025 তাং ১৭/০৪/২০২৫ আনুযায়ী উক্ত নির্বাচন দোগাছি হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। প্রকাশ থাকে যে নির্বাচনের (ভোটদানের সময়) সময় একই থাকছে (সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত)।

**Sd/- Assistant Returning officer**
**Saktinagar SKUS Ltd.**
**17/04/2025**

## NOTICE

**IN THE COURT OF LD. DISTRICT JUDGE, HOOGHLY AT CHINSURAH**
**Ref.: Misc. Case No.- 95/2024**
**Petitioner: Sabari Goswami**
**-VS.-**
**Respondents: Snigdha Goswami & ors.**
**Most Respectfully Sheweth:**

It is hereby notified that **Sabari Goswami**, W/o.- Lt. Santanu Goswami, Of 108/A, Rishi Bankim Sarani, P.O. & P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, filed a **Misc. Case being no.-95/2024** before the Ld. District Judge, Hooghly at Chinsurah, seeking permission for selling her minor son **Sounak Goswami's** estate (situated under Dist.- Hooghly, P.S.- Serampore, Mouza- Ballavpur gram, J.L. No.- 14, Serampore Municipality, Ward No.-16, Holding No.-51/D/1, J.N. Lahiri Road, R.S. Dag No.-181, L.R. Dag No.-290, a "viti" land measuring about 2 katha 3 sq. ft. with "kacha" construction thereupon) which he got by virtue of Gift Deed being no. 3127 for the year 2021 registered at A.D.S.R. Serampore, from his grandfather **Ranjit Goswami**. If any legal heirs of **Lt. Ranjit Goswami**, S/o.- lt. Bankim Chandra Goswami, have any objection then he/she is hereby notified to appear before the Ld. Court and file their objections (if any) within 30 (thirty) days of this paper publication.

Prepared at my chamber
and under my supervision
**Dipankar Bhar**
(Advocate)

**Jyotirmoy Sarkar**
Signature of the Seristadar
Date:02.09.2025
Place: Chinsurah

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

[illegible]

ইতি-শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য্য (আমমোক্তারদাতা)

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

[illegible]

ইতি-শ্রী সুশান্ত ঘোষ ওরফে সুশান্ত শেখর ঘোষ (আমমোক্তারদাতা)

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**ইন দি লার্নেড কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী এ্যাট চিনসুরা**
**প্রবেট কেস নম্বর ০৪/২০২৪**
**মুরারি মোহন সিনহা ওরফে মুরারি মোহন সিংহ.......দরখাস্তকারী**

[illegible]

দরখাস্তকারী
মুরারি মোহন সিনহা ওরফে মুরারি মোহন সিংহ

সনাক্তকারী
শ্রী স্বামীনাথন ত্রিবেদী উকিলবাবু

সমীর আইচ
সেরেস্তাদার বাবুর স্বাক্ষর ২৬/০৩/২৫

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**





# আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৮ই এপ্রিল, ৪ ঠা বৈশাখ। শুক্র বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

**বৃষ রাশি :** প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

**মিথুন রাশি :** যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

**কর্কট রাশি :** আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

**সিংহ রাশি :** পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

**কন্যা রাশি :** যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

**তুলা রাশি :** সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

**ধনু রাশি :** নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

**মকর রাশি :** কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

**কুম্ভ রাশি :** আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

**মীন রাশি :** পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

**(আজ বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের প্রয়াণ দিবস। চৈতন্য চরিত্রা মৃত জয়ন্তী।)**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# প্রশ্নপত্র বিক্রি করে ভোটে কোটি কোটি টাকা তুলবে তৃণমূল, বিস্ফোরক শুভেন্দু



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের নিয়োগ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'যারা চাকরি বিক্রি করেছে, তারা এবার প্রশ্নপত্র বিক্রি করবে। পাঁচ-ছয়শো কোটি টাকা তোলা হবে এই ব্যবসা থেকে।' তাঁর দাবি, নিয়োগ পরীক্ষায় এবার ওএমআর বা 'টেম্পার' হবে না, শুধুই 'অ্যাকাডেমিকস'রা মূল্যায়ন করবেন। আর সেই সুযোগেই প্রশ্নপত্র বিক্রির মাধ্যমে মোটা টাকা তুলবে তৃণমূল। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'প্রশ্ন বিক্রি হবে। ভাইপো দোকান খুলবে। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র, কুন্তল, শান্তনুর মতো নতুন নাম আসবে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরের মতো বাড়ি খোলা হবে অন্য কারও। পাঁচ-ছয়শো কোটি টাকা তোলা হবে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল--এই তিন মাসে।' তিনি আরও বলেন, 'যারা কাজের আশায় আছে, তারা প্রশ্ন পাবে না। তারা কিনতেও পারবে না। তিনদলীয় কংগ্রেস (তৃণমূল, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট) যারা প্রার্থী কিনবে, তারাই পাশ করবে। যাদের ৮০, ৮০ আছে, তারাই নম্বর পাবে। আর ওএমআরের নম্বর যদি বদলে দেওয়া যায়, তাহলে ভাইপোর হাতে থাকবে নম্বর দেওয়ার ক্ষমতা। ৯.৫, ৯, ২.৫। আর যাদের চাকরি দরকার, তাদের দেওয়া হবে ২, ১, ১.৫ নম্বর।' শুভেন্দুর দাবি, 'ওএমআর 'টেম্পার' করা যাবে না। সেজন্যই একাডেমিকসদের দিয়ে করানো হচ্ছে। কারণ প্রশ্ন বিক্রির মাধ্যমে টাকা তুলে ফের ব্যবসা করা যাবে।' মুর্শিদাবাদে বিএসএফ মোতায়েন প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'এটা ধর্মযুদ্ধ, দাঙ্গা নয়'। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর শুভেন্দু বলেন, 'আজ কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট পেয়েছি। আমার আইনজীবী পাঠিয়েছেন। রাজ্যের রিপোর্ট অত্যন্ত হতাশাজনক। তারা বলছে, অনেক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রও বলেছে রাজ্যের রিপোর্ট দুঃখজনক। বিচারপতিরা আজ ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বিএসএফ মোতায়েন বাড়িয়েছেন।' তাঁর কথায়, 'এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, এটা ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরের মতো হিন্দু-মুক্ত এলাকা চায় ওরা। সমাধান একটাই, এনআইএ তদন্তে চার্জশিট পর্যন্ত পৌঁছতে হবে এবং সীমান্তবর্তী যেসব অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা ২০ শতাংশের নিচে, সেখানে কাশ্মীর মডেলের মতো লাইসেন্সড আগ্নেয়াস্ত্র দিতে হবে। হিন্দুরা আত্মরক্ষার অধিকার রাখে।' শুভেন্দুর দাবি, 'কাশ্মীর সীমান্তে যেমন মডেল রয়েছে, তেমনটাই করতে হবে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। নইলে মুর্শিদাবাদে ১০-১৫ শতাংশ হিন্দুও থাকবে না।' তাঁর কথায়, 'এই এলাকাগুলিতে প্যারামিলিটারি থাকা অবস্থাতেই তদন্ত শেষ করতে হবে।' নির্বাচন কি আদৌ সম্ভব? শুভেন্দুর মন্তব্য, 'ইসিআই পেরে উঠবে না' তাঁর মতে, 'রাজ্যের যে সব এলাকায় হিন্দুর সংখ্যা ৫০ শতাংশের কম, সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। ভরদী, ডায়নি, একুশ-চব্বিশ, মুর্শিদাবাদ-মালদার বহু জায়গায় মুখ ঢেকে চলাফেরা করতে হয়। কোচবিহার থেকে দিনহাটা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং, বসন্তী, গোসাবা, এই সব এলাকাতে একই চিত্র।' শেষে শুভেন্দু বলেন, 'ভবানীপুর বিধানসভায় সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ২৩ এপ্রিল আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। কিন্তু আমি এখানেই থাকব। আদালতের নির্দেশে আমাকে সরানো হবে।'

## রাজ্যকে করিডোর করে ভিনদেশে মহিষ পাচার, সতর্ক করল কেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশে মহিষ পাচার করা হচ্ছে বলে জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে সতর্ক করে দিয়েছে। বিহার ও হরিয়ানা থেকে ট্রাকে করে মহিষ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্য ও বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৪৫ গাড়ি করে মহিষ পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান হয়েছে। এব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গরু ও মহিষ পাচার রুখতে রাজ্য সরকারের তরফে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে তার সামগ্রিক তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলার পুলিশ প্রশাসনের তরফে কীভাবে নজরদারি চালানো হয়েছে এবং পাচার চক্রকে ধরতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানাতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি অসমে একাধিক মহিষ পাচার রুখে দিয়েছে সেখানকার পুলিশ। গোসাইগাঁও এলাকায় একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি মহিষ, ধরা পড়েছে পাচারকারীরাও। নাগাঁও জেলায় এক ট্রাক ভর্তি ১৪টি মহিষ উদ্ধার করেছে পুলিশ, গ্রেফতার হয়েছে এক ব্যক্তি। এই ঘটনার সূত্র ধরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারের কাছে পুরো বিষয়টির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছে।



*দক্ষিণ দমদম পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা প্রদীপ মজুমদারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল ঋষি অরবিন্দ ঘোষের আবক্ষ মূর্তি। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সাংসদ সৌগত রায়।*

## মিটিং-মিছিলের অনুমতিতে কড়া লালবাজার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা পুলিশের তরফে নতুন সিদ্ধান্ত, এবার থেকে শহরের মিটিং-মিছিলের জন্য আগাম অনুমতি দেওয়া হবে না। সঠিক পরিস্থিতি যাচাই এবং বিশদ রিভিউয়ের পরই অনুমতি দেওয়া হবে, এমনই জানালেন কলকাতা পুলিশ। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লালবাজার আরও বেশি কড়া নজরদারি চালাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'কিছুদিন আগে কলকাতায় দুটি মিটিং-মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। কিন্তু, ওই মিছিলগুলোর অনুমতি না-দেওয়ায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। এর ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতির পাশাপাশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণেই এই নতুন পদক্ষেপ।' এখন থেকে যেকোনও মিটিং-মিছিলের জন্য লালবাজারে আবেদন জমা পড়লে, সেগুলোর অনুমতি দেওয়ার আগে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে। এ ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, তা নির্ভর করবে মিটিংয়ের উপস্থিতির সংখ্যা, তার সামাজিক প্রভাব এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে। সম্প্রতি, কলকাতায় রামনবমী এবং ঈদের সময়ে কিছু মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে মৌলালি ও শিয়ালদা অঞ্চলে দুটি মিছিলের অনুমতি কলকাতা পুলিশ দেয়নি। তবে সংগঠকরা জোরপূর্বক ওই মিছিলগুলো সম্পন্ন করেন, যার ফলস্বরূপ ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কলকাতা পুলিশের মতে, অনুমতি না থাকার কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাহিনী মোতায়েন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, যার ক্ষতিপূরণ সাধারণ মানুষের ওপর পড়েছিল। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে, লালবাজার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে শহরের মিটিং-মিছিলের অনুমতির ক্ষেত্রে আরও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে এবং সেটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের পরই অনুমতি দেওয়া হবে।

## 'গ্রিন লাইন' রুটে ফায়ার টেস্টে পাশ করল মেট্রো

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আর গ্রিন লাইন-১ কিংবা গ্রিন লাইন-২ নয়, এবার শুধুই গ্রিন লাইন। শীঘ্রই মেট্রোর রেক একটানা চলবে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত। বহু প্রতীক্ষিত এই যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা কবে, সে নিয়ে এখনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করতে পারেননি কলকাতা মেট্রোর আধিকারিকেরা। তবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে আরেক ধাপ এগোল কলকাতা মেট্রো। এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত ২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে রাজ্য দমকল বিভাগ। ফায়ার টেস্টে পাশ করার পর তাঁদের শংসাপত্র হাতে পেয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এখন শুধু অপেক্ষা রেল সুরক্ষা কমিশনার সিআরএস-এর পরিদর্শনের। তবে তাঁদের আসার আগে দমকলের ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক ছিল। সেটা হাতে আসায় এখন সিআরএস পরিদর্শনের জন্য ডাক পাঠানো হবে। বাংলা নববর্ষের আগে থেকেই জল্পনা চলছিল, নতুন বছরের শুরুতেই খুলে যাবে গ্রিন লাইনের অখণ্ড পরিষেবা। তবে পয়লা বৈশাখে এই পরিষেবা চালু হয়নি, এবং হওয়ার কথা ছিলও না। কারণ, শনিবার অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দু'দিন আগে, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদা সুড়ঙ্গে ফায়ার টেস্ট সম্পন্ন হয়। কলকাতা মেট্রোর আধিকারিকদের মতে, রাজ্য দমকল বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল মিললেই তবেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। সেই প্রক্রিয়া মিটে গিয়েছে শনিবারই। কিন্তু পরবর্তী দুই দিনে, রবিবার ছিল ছুটির দিন, আর সোমবার নববর্ষ, তাই এত দ্রুত সিআরএসের পরিদর্শন সম্ভব ছিল না। এখন মেট্রো কর্তৃপক্ষের নজর রেল সুরক্ষা কমিশনারের টিমের ওপর। তাঁরা কবে আসেন, কবে অনুমোদন দেন,তার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সেই অর্থে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত গ্রিন লাইনের একটানা পরিষেবা আর খুব বেশি দূরে নয়।

## ২৫তম বিবাহ বার্ষিকীতে বিশেষ উদ্যোগ বাজোড়িয়া দম্পতির



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিজেদের ২৫ তম বিবাহ বার্ষিকীতে ২৫ জোড়া বিয়ে দিলেন রাজেশ কুমার বাজোড়িয়া ও রেশমি বজোড়িয়া। এদিন গণেশ মন্দিরে নিয়ম মেনে ঘটা করেই ২৫ জনের বিবাহ দিলেন তাঁরা। বাজোরিয়া দম্পতির এই মহান কাজে সামিল হয়েছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ জয়সওয়াল। এদিন উদ্যোক্তা রাজেশ বাজরিয়া, রেশমি বাজড়িয়া, সুবোধ কুমার বাজোরিয়াদের পুষ্পস্তবক দিয়ে জয়সওয়াল সমাজের হয়ে শুভেচ্ছায় জানান বিকাশ জয়সওয়াল। শুধুমাত্র বিয়ে নয় সঙ্গে এই ২৫ জোড়া দম্পতির সন্তানদের শিক্ষার জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাজরিয়া পরিবার খরচ বহন করবে বলে জানানো হয়। মানবিক প্রয়াসে নিজেদের জীবনের বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখলেন এই দম্পতি।



কলকাতা-ভিত্তিক অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এর একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডব্লিউবিসিআইএল) ভারত সরকার দ্বারা 'টপ ইন্ডিয়ান এমএসএমই-২০২৪' পুরস্কার পেল। পেটেন্ট ফাইলিং, অনুদান এবং বাণিজ্যিকীকরণে উৎকর্ষতার জন্য ডব্লিউবিসিআইএল-কে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ভারতের ইন্টালেকচুয়াল প্রোপার্টি ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল নিজে এই সম্মাননা প্রদান করেন।